মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বাংলা কবিতা

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বাংলা কবিতা

সম্পাদনা
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

ভূমিকা
মারুফুল ইসলাম

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৪৫

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ মে ১৯৯০

দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৪১৯ ডিসেম্বর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
আশি টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0044-6

www.pathagar.com

ভূমিকা

১. পটভূমি

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সূচনা তের শতকে, অবসান আঠারো শতকে। উনিশ শতক থেকে আধুনিক যুগের শুরু। তের শতকের পূর্বেকার কাল প্রাচীন যুগ নামে অভিহিত—প্রাচীন যুগের আরম্ভ আনুমানিক সাত শতকের মাঝামাঝি থেকে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে গদ্য ছিল না, গদ্য এসেছে আধুনিক যুগে, তাই সমস্ত সাহিত্যই রচিত হয়েছে পদ্যে। আর পদ্যে রচিত বলেই মধ্যযুগের সমগ্র সাহিত্যই সরল ও প্রাথমিক বিচারে কাব্য বা কবিতা হিসেবে বিবেচিত।

রচনার রূপ বা আঙ্গিককে মাপকাঠি ধরে গোটা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে—অনুবাদ ও মৌলিক—দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ও বিন্যস্ত করা যায় : আখ্যায়িকা কাব্য ও গীতিকবিতা। আখ্যায়িকা কাব্যের ধারায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, প্রণয়কাব্য, চরিতকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ, যুদ্ধকাব্য প্রভৃতি রচনা অন্তর্ভুক্ত। আর গীতিকবিতার ধারায় রয়েছে বৈষ্ণবপদাবলী, শাক্তপদাবলী, বাউলগান, কবিগান ইত্যাদি।

বিভিন্ন দেব-দেবীর মঙ্গলকীর্তন করে মধ্যযুগে এক ধরনের কাব্য সৃজিত হয়েছে। এগুলো মঙ্গলকাব্যরূপে পরিচিত। মঙ্গলকাব্যের আবার বেশ কয়েকটি ধারা লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গলের ধারাই প্রধান। দেবতা ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যকথা 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের বিষয়বস্তু। এই ধারার প্রবর্তক 'রামাই পণ্ডিত'। দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্যকথা বর্ণিত হয়েছে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্ররায়গুণাকর প্রমুখ এই ধারার প্রসিদ্ধ কবি। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে মনসাদেবীর জয়গান কীর্তিত হয়েছে।

মধ্যযুগের তাবৎ সাহিত্যই প্রকৃতপক্ষে ধর্মনির্ভর। শুধুমাত্র রোমান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যানগুলো এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। মানব-মানবীর চিরন্তন প্রেম-মিলন-বিরহের কথাই এসব কাব্যে বিধৃত হয়েছে। চরিত কাব্যের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থগুলো গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমান কবিরাও নবী-রসুল এবং অন্যান্য মুসলিম ব্যক্তিত্বের জীবনী রচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় আদি রামায়ণ-অনুবাদক কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ' একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ। একইভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল কাশীরাম দাসের 'মহাভারত'। বাঙালির জাতীয় জীবনে কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' ও কাশীরাম দাসের 'মহাভারতের' অবদান অপরিসীম।

www.pathagar.com

২. বৈষ্ণব কবিতা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনীর সূত্রপাত আখ্যায়িকা কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে', আর এর চূড়ান্ত বিকাশ বৈষ্ণবগীতিকবিতায়। রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেমকথা শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক একটি আধ্যাত্মিক ধর্মদর্শনে পরিণত হয়। তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণবতত্ত্ব অবলম্বনে বৈষ্ণবপদাবলী রচিত। বৈষ্ণব মতবাদ অনুসারে কৃষ্ণ পরমাত্মা বা স্রষ্টার প্রতীক এবং রাধা জীবাত্মা বা সৃষ্টির প্রতীক। স্রষ্টা পুরুষস্বরূপ আর সৃষ্টি নারীস্বরূপা। পরমাত্মা ও জীবাত্মা, স্রষ্টা ও সৃষ্টি, পুরুষস্বরূপ ও নারীস্বরূপা পরস্পর প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ। এক্ষেত্রে সৃষ্টি স্রষ্টার লীলাসঙ্গিনী, আনন্দ উপভোগের সহচরী। স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির এই আনন্দ পরিপূর্ণ প্রণয়সম্পর্কের মধ্যখানে কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্মের নিয়মনীতি ও অনুশাসনের প্রতিবন্ধকতার ঠাঁই নেই। বৈষ্ণব কবির ভাষায়—

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা॥

প্রেমের ধর্মানুযায়ী পরমাত্মা ও জীবাত্মা একে অপরের জন্য আকুল, পরস্পর একাত্ম হয়ে যাবার বাসনায় অধীর।

তাই—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ-পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।

বস্তুত, রাধা-কৃষ্ণের এই প্রেমলীলাই অনুপম সৌন্দর্যে প্রকাশ পেয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীতে। মানবমনের গভীরতর এবং সূক্ষ্মতর প্রেম ও বিরহবোধের গীতিকাব্যিক অভিব্যক্তি এই পদাবলী। ফলে, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের রূপকে মানুষের চিরন্তন প্রেম-বিরহের অনুভূতি ও উপলব্ধি ভাষা পেয়েছে বৈষ্ণব কবিতায়। অপ্রাপ্তির বেদনাবোধ এবং পেয়েও হারাবার ভয়জনিত বেদনানুভূতি —দুয়েরই অদ্ভুত অভিব্যঞ্জনা লক্ষ করা যায় পদাবলীতে। এজন্যেই একদিকে যেমন আছে—

এ সখি হারামি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥

অন্যদিকে তেমনই আছে—

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জানি টুটে॥

www.pathagar.com

অথবা,

দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।

মানুষের শাশ্বত ও অনন্ত প্রেম এবং সৌন্দর্যতৃষ্ণার অনুভবও শব্দরূপ পেয়েছে বৈষ্ণব পদে—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।

....
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল॥

বৈষ্ণব পদাবলীতে পাঁচ প্রকারের রস আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার মনে পাঁচ ধরনের ভাব জন্মাতে পারে। এই পাঁচ রকমের ভাবের পরিণতি পাঁচটি রসে। তবে বৈষ্ণব কবিতায় শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের পদসংখ্যা খুব বেশি নয়। মধুর বা উজ্জ্বল রসের কবিতাই সর্বাধিক রচিত হয়েছে। সাধারণ অলঙ্কারশাস্ত্রের আদি বা শৃঙ্গার রসই বৈষ্ণবীয় মতে মধুর রস বলে অভিহিত। যেহেতু বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয়বস্তু রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা সেহেতু সঙ্গত কারণেই মধুর রসের এই প্রাধান্য। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার পর্যায় বা অবস্থাভেদে পদাবলীকে বিভিন্ন পর্বে বিন্যস্ত করেছেন পদকর্তাগণ। পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মিলন, মাথুর (বিরহ), আত্মনিবেদন ও প্রার্থনা—প্রেমের গাঢ়তা অনুযায়ী তাঁরা এই পর্বনির্দেশ করেছেন। এছাড়া, বৈষ্ণব পদাবলীর লীলানুগ উপবিভাগও লক্ষ করা যায়। যেমন : জন্ম, বাল্য, গোষ্ঠ, উত্তরগোষ্ঠ, দান, নৌকা, অভিসার, মিলন, বংশীশিক্ষা, বসন্ত ও হোলী, ঝুলন, বয়স, মান, বিরহ, ভাবসম্মিলন, নিবেদন ও প্রার্থনা। বস্তুতপক্ষে, বৈষ্ণব প্রেমের উন্মেষ ঘটে অনুরাগে, 'বিরহবোধে এর উপলব্ধি এবং মিলনে এর সার্থকতা।'

বৈষ্ণব কবিরা কেউ কেউ ব্রজবুলি নামে একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষায় পদ রচনা করেছেন। ব্রজবুলি বাংলা ও মৈথিল মিশ্রিত এক কৃত্রিম ভাষা। রাধাকৃষ্ণের ব্রজ বা বৃন্দাবনলীলার পদভাষা বলে এর নাম ব্রজবুলি। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি এই ভাষার প্রবর্তক। পরবর্তীকালে গোবিন্দদাস কবিরাজ, বলরাম দাস, রায়শেখর প্রমুখ পদকর্তা এই ভাষাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। এ-ভাষা কোমল ধ্বনি-তরঙ্গিত, সাঙ্গীতিক দ্যোতনা ও লালিত্য-বিশিষ্ট। এবং এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই ব্রজবুলি বৈষ্ণব কবিদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল। এছাড়াও, বৈষ্ণব পদের ব্যাপক প্রসারের অভিপ্রায়ে এগুলোকে বিস্তৃত অঞ্চলে—পূর্ব-দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে জনবোধ্য করার উদ্দেশ্যও পদকর্তাদের মনে সক্রিয় ছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছেন চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। তারপর আসে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের নাম। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়েই অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভার অধিকারী। উভয়ের পদই ভাবে ও রূপে অনন্য হয়ে উঠেছে। তবে চণ্ডীদাসের কবিতার ভাব, আবেগ ও অনুভূতি বিদ্যাপতির কবিতার চেয়ে গভীরতর। পক্ষান্তরে, বিদ্যাপতির কবিতায় ভাষার লালিত্য, ছন্দ-বিন্যাসের চাতুর্য ও অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব অধিকতর। 'বিদ্যাপতির কাব্য যেন দেহ আর চণ্ডীদাসের কাব্য যেন প্রাণ।' চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির প্রসঙ্গে সেরা কথাটি বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলেছেন,

> "বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ, কিন্তু চণ্ডীদাসের হৃদয় আরো গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরো অধিক জানেন। তাঁহার প্রেম, 'কিছু কিছু সুধা, বিষগুণ আধা', তাঁহার কাছে শ্যাম যে মুরলী বাজান, তাহাও 'বিষামৃতে একত্র করিয়া'।"

আসলে চণ্ডীদাসের কবিতার ভাব-গভীরতা, আবেগের আন্তরিকতা, প্রকাশভঙ্গির সারল্য যেমন বিদ্যাপতির পদে অনুপস্থিত তেমনই বিদ্যাপতির কাব্যের শিল্পচাতুর্য ও সাঙ্গীতিক ধ্বনিদ্যোতনাও চণ্ডীদাসের রচনায় সহজলভ্য নয়। চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ, অনুরাগ, আক্ষেপ, মান, ভাব-সম্মিলন ও আত্মনিবেদন এবং বিদ্যাপতির রূপানুরাগ, মান, বিরহ ও প্রার্থনার পদের সমতুল্য গীতিকবিতা শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্বসাহিত্যেও দুর্লভ।

জ্ঞানদাসকে বলা হয়ে থাকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য। চণ্ডীদাসের ভাষা যেমন সহজ সরল আটপৌরে কিন্তু অপূর্ব ব্যঞ্জনাময়, জ্ঞানদাসও তেমনই সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় গভীর প্রেমানুভূতির গীতল ও ব্যঞ্জনাধর্মী প্রকাশ ঘটিয়েছেন। নায়িকা রাধার রূপবর্ণনা, অচরিতার্থ প্রণয়াকাঙ্ক্ষার দুঃসহ জ্বালা, মিলনের জন্য দুর্মর আকুলতা, বিরহের হৃদয়স্পর্শী অনুভব জ্ঞানদাসের পদে অনন্য শিল্পরূপ লাভ করেছে। গোবিন্দদাসের পদ, ছন্দ, অলঙ্কার ও ভাষার মাধুর্যের বৈচিত্র্যে অনুপম। জ্ঞানদাস যেমন চণ্ডীদাসের অনুসারী, গোবিন্দ দাসও তেমনই বিদ্যাপতির আদর্শের উত্তরসূরি। পূর্বরাগ, বিরহ এবং বিশেষ করে অভিসারের পদে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। প্রকাশভঙ্গির নৈপুণ্যে ও অনবদ্যতায় এবং প্রাণের কবোষ্ণ আবেগে তাঁর পদ একদিকে হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয় আর অন্যদিকে হয়েছে রসোত্তীর্ণ। চিত্রকল্প নির্মাণে বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁর জুড়ি নেই।

www.pathagar.com

বস্তুত, বৈষ্ণব পদাবলী ধর্মনির্ভর সাহিত্য, এগুলো ভক্ত বৈষ্ণবদের 'সাধনসঙ্গীত, বোধনগীতি ও ভজন'। কিন্তু মানবিক আবেদনের ঋদ্ধতায় ও শিল্পসাফল্যে এগুলো সাহিত্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই পদাবলী ভাবের গভীরতায়, প্রেমানুভূতির আন্তরিকতায়, ভাষার লালিত্যে, প্রকাশভঙ্গির সৌন্দর্যে ও কাব্যগুণে কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্বসাহিত্যেও অতুল্য। বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি বৈষ্ণবপদাবলী।

৩. শ্যামাসঙ্গীত

মধ্যযুগের সমস্ত গীতিকবিতাই মূলত গান—বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীদের ধর্মসঙ্গীত। কিন্তু ধর্মীয় রচনা হওয়া সত্ত্বেও এসব গান সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ বলেই গীতিকবিতা হিসেবে শিল্প ও সাহিত্যের বিবেচনায় উত্তীর্ণ। মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতার আরেকটি উলে-খযোগ্য ধারা শাক্তপদাবলী বা শ্যামাসঙ্গীত। এই সঙ্গীত সন্তান-বৎসলা জননীরূপিণী শ্যামার স্তবগান। শক্তিরূপিণী দেবী চণ্ডীর গায়ের রঙ কালো বলে তিনি কালিকা, কালী বা শ্যামা নামে পরিচিতা। পূর্বে শ্যামা শক্তিদেবতারূপে পূজিত হতেন। বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্বের অভিঘাতে বাংলাদেশে বাৎসল্য রসাশ্রিত শাক্তমত বা শ্যামা-ভক্তিবাদের উদ্ভব ও প্রসার ঘটে। শ্যামাসঙ্গীতের প্রবর্তক আদিকবি রামপ্রসাদ সেন। তাঁর গান এককালে ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। শ্যামাসঙ্গীতে শ্যামাকে শুধুমাত্র মা হিসেবে নয়, কখনও কখনও মাকে মেয়ের সাজেও চিত্রিত করা হয়েছে। রামপ্রসাদের অনুভূতির স্বাতন্ত্র্য ও প্রকাশরীতির স্বচ্ছতা নিঃসন্দেহে চমৎকার। রামপ্রসাদী সঙ্গীতের ভাব স্বচ্ছ, ভাষা অনাড়ম্বর ও আবেগময়। গ্রামীণ শব্দের সাবলীল প্রয়োগে এবং আবহমান পল-ীবাংলার জীবন থেকে উপমা চয়নের ফলে তাঁর পদাবলী বাঙালির পরম প্রিয় হয়ে উঠেছে। বাঙালি নারীর চিরন্তন মাতৃত্ববোধ ও বাৎসল্য-মহিমার পরিচয় পাওয়া যায় আগমনী ও বিজয়ার পদে। প্রসাদী সঙ্গীতে বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনের কথা, তৎকালীন সমাজের কথাও প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক কালে কাজী নজরুল ইসলাম শ্যামাসঙ্গীত রচনায় অভূতপূর্ব নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

৪. বাউল গান

মধ্যযুগের বাংলা গীতি-কবিতার আরেক উজ্জ্বল নিদর্শন বাউল গান। 'বাউল' নামের উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ বিদ্যমান। তবে সম্ভবত 'ব্যাকুল' (ভাবোন্মত্ত) বা 'বাতুল' (অপদার্থ) থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা যেতে পারে। বাউলদের মতে, জীবাত্মা অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যেই পরমাত্মা বা স্রষ্টার অধিষ্ঠান। তাই তারা স্রষ্টাকে খুঁজে ফেরেন নিজের ভেতরে, আপন অন্তরে। এ

www.pathagar.com

যেন নিজেকেই জানার এক আত্যন্তিক প্রেরণা, প্রয়াস ও প্রক্রিয়া। তারা মনে করেন, নিজেকে চেনা, জানা ও বোঝা গেলে স্রষ্টাকে আবিষ্কার করা যাবে— 'একবার আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা'। অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার, অধরাকে ধরার প্রবর্তনায় বাউলরা সতত সচল। বাউলদের গানে স্রষ্টা মনের মানুষ, সহজ মানুষ, অধর মানুষ, ভাবের মানুষ, সোনার মানুষ, মানুষ রতন, মনমনুরা, অচিন পাখি, অলখ সাঁই প্রভৃতি রূপকে অভিব্যক্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বাউলগানের অনুরক্ত। তাঁর গানে বাউলগানের প্রভাব লক্ষ করা যায়—

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
আমি তাই হেরি তায় সকলখানে।

বাউলরা অসাম্প্রদায়িক। লালনগীতিতে আছে—

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন কয়, জেতের কি রূপ, দেখলামনা এ নজরে॥

তাই বাউলগানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, বাউল গানে সাধারণ মানুষের হৃদয়ের কথা ভাষা পেয়েছে।

বাউল গানের শ্রেষ্ঠ বিকাশ লালন সাঁই-এর রচনায়। তাঁর গান আজও বাংলা গানের জগতে এক অনন্য আসনে অধিষ্ঠিত এবং বাঙালির অতি প্রিয়। এছাড়া, মদন বাউল, গগন হরকরাও উলে-খযোগ্য বাউলকবি।

সবশেষে দুটি কথা বলবার আছে। প্রথমত, 'মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বাংলা কবিতা' সঙ্কলনে মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী, শ্যামাসঙ্গীত ও বাউল গান এবং কাহিনীকাব্য—এই চারটি ধারার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এবং দ্বিতীয়ত, এ থেকে একদিকে মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতার অন্তর্সম্পদ ও বহির্সম্পদের পরিচয় পাওয়া যাবে, আবার অপরদিকে রসাস্বাদন করা যাবে বিশ্বসাহিত্যমানের কিছু ভালো কবিতার।

মারুফুল ইসলাম
ঢাকা ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০

www.pathagar.com

সূচিপত্র

গীতি কবিতা

বৈষ্ণব কবিতা : বাংলা

পিরীতি নগরে বসতি করিব	চণ্ডীদাস	১৫
বহুদিন পর বঁধুয়া এলে	চণ্ডীদাস	১৬
মরম না জানে ধরম বাখানে	চণ্ডীদাস	১৬
বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ	চণ্ডীদাস	১৭
সই কে বলে পিরীতি ভাল	চণ্ডীদাস	১৮
কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান	চণ্ডীদাস	১৮
এ যে ঘোর রজনী মেঘের ঘটা	চণ্ডীদাস	১৯
এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি	চণ্ডীদাস	১৯
ছুঁওনা ছুঁওনা বঁধু ঐখানে থাক	চণ্ডীদাস	২০
সখা হে ও ধনি কে কহ বাটে	চণ্ডীদাস	২১
সই, কেমনে ধরিব হিয়া	চণ্ডীদাস	২২
পিরীতি পিরীতি সব জন কহে	চণ্ডীদাস	২৩
বঁধু কি আর বলিব আমি	চণ্ডীদাস	২৪
সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম	চণ্ডীদাস	২৫
এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে	চণ্ডীদাস	২৫
একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা	চণ্ডীদাস	২৬
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু	জ্ঞানদাস	২৬
বঁধু তোমার গরবে গরবিনী আমি	জ্ঞানদাস	২৭
রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর	জ্ঞানদাস	২৮
সখি আর কি কহিতে ডর	অজ্ঞাত	২৮
এস এস বঁধু এস আধ আঁচরে বস	লোচন দাস	২৯
ঢল ঢল কাঁচার অঙ্গের লাবণি	গোবিন্দ দাস	২৯

বৈষ্ণব কবিতা : ব্রজবুলি

মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব	বিদ্যাপতি	৩১
এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর	বিদ্যাপতি	৩১
আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ	বিদ্যাপতি	৩২
অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব	বিদ্যাপতি	৩৩
মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়	বিদ্যাপতি	৩৪
যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি	গোবিন্দ দাস	৩৫

www.pathagar.com

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি	গোবিন্দ দাস ৩৬
সখি কি পুছসি অনুভব মোয়	কবিবল্লভ ৩৭
গগনে অব ঘন মেহ দারুণ	রায় শেখর ৩৮
সহজেই বিষম অরুণ দিঠি অঞ্চল	ঘনশ্যাম দাস ৪০
যব গোধুলী সময় বেলি	শ্রীকবিরঞ্জন ৪১

বাউল কবিতা

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে	লালন শাহ ৪২
আমি কোথায় পাব তারে	অজ্ঞাত ৪২
নিঠুর গরজী, তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে	মদন বাউল ৪৩
আমার ঘরের চাবি পরের হাতে	লালন শাহ ৪৪
তোমার পথ ঢেক্যাছে মন্দিরে মসজিদে	মদন বাউল ৪৪
হৃদয় কমল চলতেছে ফুটে	অজ্ঞাত ৪৫
এমন মানব-জনম আর কি হবে	লালন শাহ ৪৫
খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়	লালন শাহ ৪৬
আরে মন-মাঝি তোর বৈঠা নে রে	অজ্ঞাত ৪৬
লোকে বলে বলেরে ঘর বাড়ী ভালা নাই আমার	হাছন রজা ৪৭

শাক্ত পদাবলী

মা আমার ঘুরাবি কত	রামপ্রসাদ সেন ৪৮
এমন দিন কি হবে তারা	রামপ্রসাদ সেন ৪৮
মন রে কৃষি-কাজ জান না	রামপ্রসাদ সেন ৪৯

কাহিনী কাব্য থেকে

ময়মনসিংহ গীতিকা

সাপের মাথায় যেমন থাইক্যা জলে মণি	দ্বিজ কানাই ৫২
এক দিন নদ্যার ঠাকুর পন্থে করে মেলা	দ্বিজ কানাই ৫২
অবধান সভাজন শুন দিয়া মন	দামোদর দাস, রঘুসুত শ্রীনাথ বেনিয়া এবং নয়ানচাঁদ ঘোষ ৫৪
আমি যে মইরাছি চন্দ্র না বলিও কারে	অজ্ঞাত ৫৭

মঙ্গল কাব্য

কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে	বড়ু চণ্ডীদাস ৫৮
পাতশা কহেন শুন মানসিংহ রায়	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ৫৯
মজুন্দার কহে জাঁহাপনা সেলামত	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ৬১

www.pathagar.com

গীতি কবিতা

www.pathagar.com

[প্রেম-তত্ত্ব] ১ চণ্ডীদাস

পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর ।
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব
তা বিনে সকলি পর॥
পিরীতি দ্বারের কপাট করিব
পিরীতে বাঁধিব চাল ।
পিরীতে জমিয়া সদাই থাকিব
পিরীতে গোঙাব কাল॥
পিরীতি-পালঙ্কে শয়ন করিব
পিরীতি শিখান মাথে ।
পিরীতি বালিসে আলিস তেজিব
থাকিব পিরীতি সাথে॥
পিরীতি সরসে সিনান করিব
পিরীতি বসন লব ।
পিরীতি ধরম পিরীতি করম
পিরীতে পরাণ দিব॥
পিরীতি নাসার বেশর করিব
দুলিবে নয়ান কোণে ।
পিরীতি অঞ্জন লোচনে পড়িব
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে॥

শব্দার্থ, টীকা-১

গোঙাব—কাটাবো, আলিস—আলস্য; সরসে—সরোবরে, বেশর—নাকফুল, নথ ।

www.pathagar.com

[ভাব সম্মিলন] ২ চণ্ডীদাস

বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা ব'লে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥
এই সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
সব দুখ আজি গেল হে দূরে।
হারান রতন পাইলাম কোরে॥
(এখন) কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ।
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখ-বিলাসে॥

[প্রেম-তত্ত্ব] ৩ চণ্ডীদাস

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা॥
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
তোরা নিসাড় হইয়া আয় লো সজনি
আঁধার পেরিলে আলা॥
আলার ভেতরে কালাটি আছে,
চৌঙকি রয়েছে তথা।
সে দেশের কথা এ দেশে কহিলে
লাগিবে মরমে ব্যথা॥

www.pathagar.com

তোরা পর-পতি সনে   শয়নে স্বপনে
সতত করিবি নেহা।
তোরা সিনান করিবি   নীর না ছুঁইবি,
ভাবিনী ভাবের লেহা॥
কহে চণ্ডীদাস   এমতি হইলে
তবে ত পিরীতি সাজে।
তোরা না হইবি সতী,   না হবি অসতী,
থাকিবি ধরণী-মাঝে॥

[আত্মনিবেদন]   ৪   চণ্ডীদাস

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ
দেহ মন আদি   তোঁহারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ   তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী   হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি-রসেতে   ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি   তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া   ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া   কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী   তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি
কহে চণ্ডীদাস   পাপপুণ্য সম
তোহারি চরণ খানি॥

শব্দার্থ, টীকা-৩

মরম—মর্ম, ধরম—ধর্ম; বাখানে—ব্যাখ্যা করে; নিসাড়—নিঃশব্দে; পেরিলে—পার হলে; আলা—আলো; চৌঙকি—পাহারা; লেহা—প্রেম।

www.pathagar.com

[আক্ষেপ] ৫ চণ্ডীদাস

সই, কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কান্দিতে জনম গেল॥
কুলবতী হইয়া কুলে দাড়াঞা
যে-ধনী পিরীতি করে
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে॥
হাম অভাগিনী দুখের দুখিনী
প্রেম ছলছল আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে যে গতি হইল
পরাণ-সংশয় দেখি॥

[আক্ষেপ] ৬ চণ্ডীদাস

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি॥
কোন্ বিধি সিরজিল সোতের শেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি।
বঁধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাসলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয়॥

শব্দার্থ, টীকা-৬

বঁধু—বন্ধু, কৈনু—করলাম, নারিনু—পারলাম না; পিরীতি—ভালোবাসা, সিরজিল—সৃষ্টি করেছিল, সোতের—স্রোতের, শেঁওলি—শ্যাওলা।

www.pathagar.com

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
সই, কি আর বলিব তোরে।
কোন্ পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে॥
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু॥
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে॥
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখে দুখী।
চণ্ডীদাস কহে বঁধুর পিরীতি
শুনিতে জগত সুখী॥

[মিলন] ৮ চণ্ডীদাস

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা-আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিয়ে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেহো হেন নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥

শব্দার্থ, টীকা-৭

বাটে—পথে; বঁধুয়া—বন্ধু, প্রিয়; আনল—আগুন; ভেজাই—জ্বালাই।

www.pathagar.com

চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপ কহি সেহো নহে তুল।
না যাইলে ভ্রমর আপনি না দেয় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥

[মান] ৯ চণ্ডীদাস

ছুঁওনা ছুঁওনা বঁধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদ-মুখখানি দেখ॥

নয়নের কাজর বয়ানে লেগেছে—
কালর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ হেরিনু,
দিন যাবে আজি ভাল॥

অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও
নয়ন ভরিয়া দেখি॥

চাঁচর কেশের চিকণ চুড়া
সে কেন বুকের মাঝে।
সিন্দুরের দাগ আছে সর্ব গায়,
মোরা মরি লোক লাজে।
নীল কমল ঝামর হয়েছে
মলিন হয়েছে দেহ।

শব্দার্থ, টীকা-৮

দুহুঁ—দুজন; বিনু—বিনা; মীন—মাছ; যেন—যেমন; কবহুঁ—কখনো, ভানু কমল বলি—সূর্য ও কমলের প্রেমের কথা বলতে পারি; সেহো—সেও; জলদ—মেঘ; মধুপ—মৌমাছি।

www.pathagar.com

কোন রসবতী　　　　পাঞা সুধানিধি
নিঙারি লয়েছে সেহ॥

কুটিল নয়নে　　　　কহিছে সুন্দরী
অধিক করিয়া তোড়া।
কহে চণ্ডীদাস　　　　আপন স্বভাব
ছাড়িতে না পারে চোরা।

[রাধার রূপ]　　　　১০　　　　চণ্ডীদাস

সখা হে, ও ধনি কে কহ বাটে
গোরোচনা গোরী　　　　নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিলুঁ ঘাটে॥

শুনহে পরাণ　　　　সুবল সাঙ্গাতি
কে ধনি মাজিছে গা।
যমুনার তীরে　　　　বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা॥

অঙ্গের বসন　　　　কর‍্যাছে আসন
আলাঞা দিয়াছে বেণী।
উচ কুচ মূলে　　　　হেম-হার দোলে
সুমেরু শিখর জিনি॥

সিনিয়া উঠিতে　　　　নিতম্ব তটীতে
পড়্যাছে চিকুর-রাশি।
কান্দিয়া আন্ধার　　　　কনক-চান্দার
শরণ লইল আসি॥

শব্দার্থ, টীকা-৯

মুকুর—আয়না; কাজর—কাজল; বয়ানে—বদনে; তাম্বুল—পান, পানের রঙ; চাঁচর—কুঞ্চিত, কোঁকড়া; ঝামর—শুষ্ক, মলিন ; পাঞা—পেয়ে; তোড়া—তিরস্কার।

www.pathagar.com

কিবা সে দুগুলি শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশী-কলা।
মাজিতে উদয় শুধু সুধাময়
দেখিয়া হইলুঁ ভোলা॥

চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির
মন্‌মথ-জ্বরে ভোর॥
কহে চণ্ডীদাসে বাসুলি আদেশে
শুনহে নাগর চান্দা।
সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা॥

[মান] ১১ চণ্ডীদাস

সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধূয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া॥
সে বঁধু কালিয়া না চাহে ফিরিয়া
এমতি করিল কে।
আমার অন্তর যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে॥

শব্দার্থ, টীকা-১০

বাটে—পথে; গোরোচনা—উজ্জ্বল পীতবর্ণ; গোরী—গৌরবর্ণা; ফর্সা মেয়ে; কুচ—স্তন; হেম—স্বর্ণ; সুমেরু শিখর জিনি—সুমেরু শিখরের চেয়েও উঁচু; তটীতে—তীরে, তটে; চিকুর—কেশ; সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব তটীতে শরণ লইল আসি—সিক্ত কালো কেশরাজি নিতম্ব আচ্ছন্ন করে ঝুলে রয়েছে; মনে হচ্ছে কেশরূপী অন্ধকার কেঁদে কেঁদে গৌরবর্ণ পীন নিতম্বরূপ সোনালি চাঁদের কাছে আশ্রয় চাইছে; দুগুলি—দুই জোড়া; কি বা সে... শশীকলা—দুই হাতের কনুই থেকে মনিবন্ধের লাবণ্য এখানে বর্ণিত হয়েছে। বলা হচ্ছে: সরু শশীকলার মতো দুই জোড়া শাঁখা হাতে ঝলমল করছে। মনমথ জ্বরে—কামজ্বরে; নাগর চান্দা—প্রেমিক চাঁদ।

www.pathagar.com

যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরীতি
আর জানি কার হয়॥
আপনা আপনি মন বুঝাইতে
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ হরণ করিলে
কাহার পরাণে সয়॥
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে।
আমার পরাণ যেমতি করিছে
সেমতি হউক সে॥
কহে চণ্ডীদাস করহ বিশ্বাস
যে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল আছএ সুন্দরী
দিয়া পর মনে দুখে॥

[প্রেম-তত্ত্ব] ১২ চণ্ডীদাস

পিরীতি পিরীতি সব জন কহে,
পিরীতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল নহে ত পিরীতি,
নাহি মিলে যথা তথা॥
পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি-রতন লভিল যে জন
বড় ভাগ্যবান সে॥
পিরীতি লাগিয়া আপন ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।

শব্দার্থ, টীকা-১১

আন—অন্যের; কালিয়া—কালা, কৃষ্ণ; আপনা আপনি মন বুঝাইতে—নিজে নিজের মনকে বুঝিয়েও; পরতীত—বিশ্বাস।

www.pathagar.com

পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে॥
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি-আশ।
পিরীতি-সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

[আত্মনিবেদন] ১৩ চণ্ডীদাস

বঁধু কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
এ কূলে ও কূলে দুকূলে গোকুলে
আপন বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল-পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

www.pathagar.com

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥

[অনুরাগ] ১৫ চণ্ডীদাস

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি টুটে॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥
যথা তথা যাই আমি যত দূর পাই।
চাঁদ-মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই॥
সে হেন বন্ধুরে মোর যে জন ভাণ্ডায়।

শব্দার্থ, টীকা-১৪

পরতাপে—প্রতাপ; ঐছন—ঐরকম, অমন; যেখানে বসতি তার—সেই নামের বসতি যেখানে অর্থাৎ যে দেহে; যেখানে বসতি তার... কৈছে রয়—সেই নামের বসতি যেখানে অর্থাৎ যে দেহে তাকে নিজ চোখে দেখে যুবতী-ধর্ম কী করে রাখি; আপনার যৌবন যা চায়—সতী নারীরা সেই নাম শুনে ও তাঁর রূপ দেখে নিজ নিজ রূপ যৌবন সেধে তাকে দান করে।

www.pathagar.com

হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়।
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক॥

[অনুরাগ] **১৬** চণ্ডীদাস

একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা॥
অকথন ব্যাধি এ কহন না যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কান্দে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতুলি যেন ভূমেত লুটায়॥
পুছএ কানুর কথা ছলছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥
চণ্ডীদাস কহে কান্দে কিসের লাগিয়া
সে কালা আছএ তার হৃদয়ে জাগিয়া।

[আক্ষেপ] **১৭** জ্ঞানদাস

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি॥
নিচল ছাড়িয়া অচলে চড়িতে
পড়িনু অগাধ জলে
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল

শব্দার্থ, টীকা-১৫

গড়ন ভঙ্গিতে সহ... বিরল—গড়া জিনিশ ভাঙা সহজ, বহু চতুর লোকই তা করতে পারে কিন্তু ভেঙে নতুন করে গড়তে পারে এমন মানুষ কজন! জীয়ে—বাঁচে।

www.pathagar.com

মানিক হারানু হেলে।
নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আসে।
সাগর শুকাল মানিক লুকালো
অভাগীর করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল॥

[আত্মনিবেদন] ১৮ জ্ঞানদাস

বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটি চরণ
সদা লইয়া রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি॥
নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাসে কয় তোমার পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বান্ধা॥

শব্দার্থ, টীকা-১৭

অমিয়—অমৃত, সিনান—স্নান; ভেল—পরিণত হল; করমে—পূর্বজন্মের কর্মের ফল; কি মোর করমে লেখি—আমার পূর্বজন্মের কর্মের ফলে অদৃষ্টে কি এই লেখা ছিল; সেবিনু—আরাধনা করলাম, স্তব করলাম; ভানু—সূর্য; শীতল বলিয়া... দেখি—শীতল মনে করে চাঁদকে আরাধনা করলাম, কিন্তু দেখলাম (আসলে সে চাঁদের আলো নয়) সূর্যের (জ্বালাময়) কিরণ; নিচল—নিচু জায়গা; অচল—পর্বত; লছমী—লক্ষ্মী; লছমী... বেঢ়ল—আশা করলাম লক্ষ্মী লাভ হবে, (কিন্তু হল না) পরিবর্তে ঘিরে ধরল দারিদ্র্য; জলদ—মেঘ; পিয়াস লাগিয়া... পড়িয়া গেল—পিপাসায় কাতর হয়ে জলধরকে সেবা করলাম (আশা যে জলধর আমাকে জল দেবে।) কিন্তু জলদ জল দিল না, দিল বজ্রের নির্মম আঘাত।

www.pathagar.com

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর ।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে ।
পরাণ-পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই কি আর বলিব ।
যে পণ কর্‌য়াছি মনে সেই সে করিব ।
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে ।
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা ।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার ।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতির সার॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে ।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার ।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি ।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাই আগুনি॥

[আক্ষেপ] ২০ [অজ্ঞাত]

সখি আর কি কহিতে ডর ।
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিলুঁ
সে কেনে বাসএ পর॥
সুজন কুজন যে জন না জানে
তাহারে কহিব কি ।
অন্তর বাহির যে জন জানএ
তাহারে পরাণ দি॥

শব্দার্থ, টীকা-১৯

ঝুরে—কাঁদে; পরান পিরীতি... বান্ধে—প্রাণ ভালোবাসার জন্য স্থির থাকতে চায় না; দরশ পরশ লাগি—দর্শন এবং স্পর্শের জন্যে; লহু লহু—মৃদু মৃদু; পহুঁ—প্রভু; গুরু গরবিত মাঝে—গুরুজন ও পূজনীয়দের সাথে; পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ; ভেজাই—জ্বালাই ।

www.pathagar.com

কানুর পিরীতি কহিতে শুনিতে
পরাণ ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খ-বনিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে॥

[ভাব-সম্মিলন] **২১** লোচন দাস

এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস
আমি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
আমার অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি॥
বঁধু তুমি মণি নও মানিক নও হার করে গলায় পরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
আমায় নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
তুয়া বঁধু পড়ে মনে চাই বৃন্দাবন পানে
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধন শালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ নাই
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি॥
কাজর করিয়া যদি নয়নেতে পরি গো
তাহে পরিজন পরিবাদ।
বাজান নুপুর হয়ে চরণে রহিব গো
লোচন দাসের এই সাধ॥

[কৃষ্ণের রূপ] **২২** গোবিন্দ দাস

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈসত হাসির তরঙ্গ হিলোলে
মদন মূরুছা পায়॥

শব্দার্থ, টীকা-২১
আঁচর—আঁচল; তুয়া—তোমার; আলুইলে—অবিন্যস্ত হলে; কাজর—কাজল; তাহে—তাতে; পরিবাদ—নিন্দা।

www.pathagar.com

কিবা সে নাগর কি খেনে দেখিলুঁ
ধৈরজ রহল দূরে ।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায় ।
নয়ান-কটাক্ষে বিষম বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥
মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে ।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে ।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরান
বাহির নাহিক হয় ।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে
দাস গোবিন্দ কয়॥

শব্দার্থ, টীকা-২২

অবণী—ধরণী, ভূতল; মদন—কামদেব; মূরুছা—মূর্চ্ছা; ঝুরে—কাঁদে ।

www.pathagar.com

[বিরহ] **২৩** বিদ্যাপতি

মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব ।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব॥
তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে॥
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখো মঝু অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিও কানে ।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে॥
না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ না ভাসাইও জলে ।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে॥
সেই ত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয় ।
অবিরত তনু মোর তাহে যেন রয়॥
কবহুঁ সে পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে ।
পরাণ পাওব আমি পিয়া দরশনে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর-নারি ।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥

[বিরহ] **২৪** বিদ্যাপতি

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর ।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গর— জন্তি সন্ততি

শব্দার্থ, টীকা-২৪

[হে সখী, (আজ) আমার দুঃখের সীমা নেই । ভাদ্র মাসের এই ভরা বর্ষায় আমার ঘর শূন্য । আকাশে মেঘের নিরন্তর বিক্ষোভ এবং গর্জন চলছে, সারা পৃথিবী জুড়ে (অবিরাম) বর্ষণধারা । (আজ আমার) প্রিয় পরবাসে, অথচ দারুণ বাসনা আমাকে ঘন ঘন তীক্ষ্ণ শর হেনে চলেছে । শত শত বজ্রের পতন শব্দে আমোদিত হয়ে ময়ূরেরা মত্তভাবে নাচছে । ব্যাঙ এবং ডাহুকীরা ডেকে চলেছে মত্তভাবে । (এমন সময়ে প্রিয়ের অভাবে শোকে) আমার বুক ফেটে যাচ্ছে । এখন ঘোর রাত্রি, অন্ধকারে দিকদিগন্ত ব্যাপ্ত, চারপাশে কেবল অস্থির বিদ্যুতের রেখা ঝলকিত হচ্ছে । বিদ্যাপতি ভাবছেন এমন দিন-রাত্রি কৃষ্ণ ছাড়া কীভাবে কাটাবে রাধা ।]

www.pathagar.com

ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া ।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া ।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া ।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

[ভাব-সম্মিলন] **২৫** বিদ্যাপতি

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা ।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদন্দা॥

ওর—সীমা; বাদর—বর্ষা; মাহ—মাস; ভাদর—ভাদ্র, ঝম্পি—ঝাঁপিয়ে, ঝম্প দিয়ে; ঘন—মেঘ; গরজন্তি—গর্জন করছে; সন্ততি—বিরামহীনভাবে; ভুবন ভরি—পৃথিবী জুড়ে; বরিখন্তিয়া—বর্ষণ করছে; কান্ত—প্রিয়; পাহুন—প্রবাসী; কাম—বাসনা; সঘনে—ঘন ঘন; খর শর—তীক্ষ্ণ বাণ; হন্তিয়া—হানছে; কুলিশ—বজ্র; পাত—পতন; পাত মোদিত—পতনে আমোদিত; দাদুরী—ব্যাঙ; দিগভরি—দিকদিগন্ত ভরে ফেলেছে; ঘোর যামিনী—ঘনঘোর রাত্রি; অথির—অস্থির; বিজুরিক—বিদ্যুতের; পাঁতিয়া—পঙ্‌ক্তিসমূহ, রেখা; কৈছে—কীভাবে, গোঙায়ব—কাটাব ।

শব্দার্থ, টীকা-২৫

[প্রিয়তমের চাঁদমুখ দেখে দেখে আজ রাত্রি আমার ভারী আনন্দে (ভাগ্যে) কাটল । জীবন যৌবনকে আজ আমার কাছে সার্থক বলে মনে হচ্ছে; দশদিককে মনে হচ্ছে প্রসন্ন (ঝঞ্ঝাটমুক্ত); আজ আমার ঘরকে আমার নিজের ঘর বলে মনে হচ্ছে; দেহকে মনে হচ্ছে নিজের দেহ; আজ বিধি আমার অনুকূল হয়েছেন, সব সন্দেহের অবসান ঘটেছে । (যে কোকিলের ডাক শুনলে প্রিয়বিরহের দুঃসহ বেদনায় আমার সারা অস্তিত্বে কষ্ট হোতো) সেই কোকিল আজ লাখ লাখ বার (আনন্দিতভাবে) ডেকে উঠুক । (যে চাঁদ উঠলে প্রিয়বিরহের যন্ত্রণা আমার অঙ্গে কষ্ট ছড়াত) সেই চাঁদ আজ লাখ লাখ বার ফিরে ফিরে উদিত হোক । পঞ্চবাণ আজ লক্ষবাণ হয়ে আমাকে আঘাত করুক, মলয় মৃদুমন্দ লয়ে বয়ে যাক । আজ এই প্রিয় মিলনের মুহূর্তে নিজের দেহকে

www.pathagar.com

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মজু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহি মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অল্প ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা॥

[বিরহ] ২৬ বিদ্যাপতি

অঙ্কুর তপন— তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব

আমার সার্থক মনে হচ্ছে। বিদ্যাপতি বলছেন, হে রূপদুর্লভা, ধন্য তোমার এই নবপ্রেম, বড় ভাগ্যবতী সে।

আজু—আজ; হাম—আমি; ভাগে—(বহু) ভাগ্যে; পোহায়লুঁ—কাটালাম; পেখলু—দেখলাম; নিরদন্দা—নির্দ্বন্দ্ব, ঝঞ্ঝাটমুক্ত; মঝু—আমার; মানলুঁ—মানলাম; ভেল—হল; বিহি—বিধি; সোই—সেই; করু—হোক; পাঁচবাণ—(প্রেমের পঞ্চশর); অব—এখন; যব—যখন; পিয়া সঙ্গ হোয়ত—প্রিয় নিকটে এসেছে; তবাহি—তখন থেকে; মানব নিজ দেহা—নিজ দেহকে (সার্থক) মানলাম; ভাগি—ভাগ্য; নহ—নয়; ধনি—ধন্য, তুয়া—তোমার; নেহা—প্রেম।

শব্দার্থ, টীকা-২৬

[জন্মাতে না-জন্মাতেই অঙ্কুর যদি [গ্রীষ্মের] রৌদ্রের খর উত্তাপে পুড়ে যায় তবে (পরে) জলবতী বর্ষা এসেই-বা কী করবে। এই নব যৌবন যদি বিরহেই কেটে গেল তবে (পরে) প্রিয়তমার ভালোবাসা এসেই-বা কী লাভ। হে ঈশ্বর কোন দুর্দৈব এমন দুর্দশা ঘটাল। সিন্ধুর কাছে এসে যদি কণ্ঠ শুকিয়ে যায়, কে তবে পিপাসা দূর করতে পারে বলো? চন্দন গাছ যদি সৌরভ বিতরণ বন্ধ করে দেয়, চাঁদ যদি অগ্নিবর্ষণ শুরু করে, চিন্তামণি (এক ধরনের মণি যার গুণে যা চিন্তা করা যায়, তা-ই পাওয়া যায়] যদি তার নিজের গুণ বিসর্জন দেয়, তবে তার চেয়ে কর্মফল ঘটিত দুর্ভাগ্য আমার আর কী হতে পারে? শ্রাবণ মাসে যদি

www.pathagar.com

কি করব সো পিয়া-লেহে॥

হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥
চন্দন-তরু যব সৌরভ্ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি।
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু বাঁঝকি ছন্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পাওব
বিদ্যাপতি রহু ধন্ধে।

[প্রার্থনা] **২৭** বিদ্যাপতি

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥

একবিন্দু বৃষ্টিও না ঝরে, কল্পতরুও যদি বন্ধ্যার মতো হয়ে যায়, কৃষ্ণকে আরাধনা করেও যদি ঠাঁই না-মেলে তবে বিদ্যাপতির ধাঁধায় থেকে যাওয়া ছাড়া আর কী করার থাকে?] তপন তাপে—রৌদ্রের উত্তাপে; জারব—পুড়ে যায়; বারিদ মেহে—জলবতী মেঘ; অংকুর—অঙ্কুর; অঙ্কুর তপন...মেহে—অঙ্কুর জন্মাতে না-জন্মাতেই যদি (গ্রীষ্মের) রৌদ্রের খর উত্তাপে পুড়ে যায় তবে (পরে) জলবতী মেঘ এসেই-বা কী করবে। গোঙায়ব—কাটাতে হয়; পিয়া—প্রিয়; লেহ—স্নেহ, ভালোবাসা; এ নব যৌবন...পিয়া লেহে—এই নব যৌবন যদি বিরহেই কেটে গেল তবে (পরে) বন্ধুর ভালোবাসা এসেই-বা কী লাভ। কো—কোন; ইহ—এখানে; হরি—ঈশ্বর; হরি হরি... দুরাশা—হে ঈশ্বর কোন দুর্দৈব এখানে (এমন) দুর্দশা ঘটাল; যব—যখন; সৌরভ ছোড়ব—গন্ধ দেওয়া বন্ধ করবে; শশধর—চাঁদ; বরিখব—বর্ষণ করবে; আগি—অগ্নি; চন্দন তরু... অভাগি—চন্দন গাছ যদি সৌরভ বিতরণ বন্ধ করে দেয়, চাঁদ যদি অগ্নি বর্ষণ শুরু করে; চিন্তামণি—একপ্রকার মণি যার গুণে যা চিন্তা করা যায়, তা পাওয়া যায়; করম অভাগি—পূর্বজন্মের কর্মফলজনিত দুর্ভাগ্য; চিন্তামনি যব... করম অভাগি—চিন্তামণি (এক ধরনের মণি যার গুণে যা চিন্তা করা যায় তাই পাওয়া যায়) যদি তার নিজের গুণ বিসর্জন দেয় তবে তার চেয়ে কর্মফলজনিত অভাগ্য আমার কী আছে? মাহ—মাস; ঘন—মেঘ; বরিখব—বর্ষণ করবে; সুরতরু—কল্পতরু; ঝাঁঝকি ছন্দে—বন্ধ্যার মতো

www.pathagar.com

গণইতে দোষ　　　গুন-লেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার ।
তুহু জগন্নাথ　　　জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু　　　পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ ।
করম-বিপাকে　　　গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি　　　অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু ।
তুয়া পদ পল-ব　　　করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

[রাধার রূপ]　　　২৮　　　গোবিন্দ দাস

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি ।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই ।

ছন্দে; গিরিধর—কৃষ্ণ; সেবি—আরাধনা করে, সেবা করে; ঠাম—ঠাঁই; নাহি পাওব—পাওয়া না-যায়; শ্রাবণ মাহ... ছন্দে—শ্রাবণ মাসে যদি একবিন্দু বৃষ্টিও না-পড়ে, কল্পতরুও যদি বন্ধ্যার মতো হয়ে যায়, কৃষ্ণকে আরাধনা করেও যদি ঠাঁই না-মেলে তবে বিদ্যাপতির ধাঁধায় থেকে যাওয়া ছাড়া আর কী করার থাকে। বিদ্যাপতি—কবি বিদ্যাপতি; রহু—থাকে; ধন্ধে—ধাঁধায় ।

শব্দার্থ, টীকা-২৭

[মাধব, তোমার প্রতি গভীর মিনতি এই : তুলসী তিল দিয়ে (তোমার পায়ে) দেহ সমর্পণ করেছি, (আমার প্রতি) দয়া তুমি ফিরিয়ে নিও না। আমার বিচার করতে বসতে দোষ গণনা করতে (গিয়ে দেখবে) আমার ভেতরে গুণের লেশমাত্র নেই। জগৎ জানে তুমি জগতের পতি; তুচ্ছ এই আমি তো সেই জগতের বাইরের কেউ নই। কি মানুষ, কি পক্ষী, কি কীট পতঙ্গ যে রূপেই আমরা জন্মগ্রহণ করি-না কেন, তোমার প্রসঙ্গ নিয়েই তো আমাদের (অনুক্ষণ) মেতে থাকা। কাতর বিদ্যাপতি বলছেন, এই ভবসিন্ধু অতিক্রম করতে (সাহায্য স্বরূপ) তোমার চরণাশ্রয় মুহূর্তের জন্যে হলেও দাও (হে মাধব)।
তোয়—তোমাকে; দেই—দিয়ে; জনু—যেন না; মোয়—আমাকে, গনইতে—হিসাব করতে গেলে; তুঁহু—তুমি; কহায়সি—বলিয়েছ; জগ—জগৎ; করম-বিপাকে—কর্মদোষে; মতি রহ—মেতে থাকি; তুখা সারসঙ্গ—তোমার প্রসঙ্গ নিয়েই ।

www.pathagar.com

তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই॥
দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি।
আমারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥
যাঁহা যাঁহা ভাঙুর ভাঙু বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল বন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ-কুমুদ পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
চিনলহুঁ রাই চিনই নাহি জান॥

[অনুরাগ] **২৯** গোবিন্দ দাস

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মধুর মুরলী রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ॥
সজনি, অব কি করিব উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনু মন মাতল
না শুনে ধরম লব-লেশ॥

শব্দার্থ, টীকা-২৮

[যেখানে যেখানে তার তম্বী তনুর জ্যোতি ঝরে পড়ছে সেখানে সেখানে বিদ্যুৎ যেন চমকিত হয়ে উঠছে। যেখানে যেখানে অরুণ রাঙা চরণ ফেলে সে হেঁটে যাচ্ছে সেখানে সেখানে স্থল কমলেরা (যেন) স্খলিত হচ্ছে। দেখোতো সখি কে এই রমণী যে তার সহচরীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার জীবন নিয়ে (এভাবে) খেলা করছে। যেখানে যেখানে তার চঞ্চল বঙ্কিম ভ্রুভঙ্গি নিপতিত হচ্ছে, কালিন্দীর ঢেউ উচ্ছলিত হয়ে উঠছে। যেখানে যেখানে তার কোমল দৃষ্টি নিপতিত হচ্ছে সেখানে সেখানে নীল উৎপলে বন ভরে যাচ্ছে। যে সব জায়গা তার মধুর হাসি দেখছে সে সব জায়গায় কুন্দ-কুমুদ যেন প্রকাশিত হচ্ছে। গোবিন্দ দাস বলছেন, রাধার (এই) রূপে কৃষ্ণ মুগ্ধ হয়েছেন তাই রাধাকে চিনেও চিনতে পারছেন না।]
যাঁহা যাঁহা—যেখানে যেখানে; নিকসয়ে—নিঃসৃত হয়, ঝরে পড়ে; তনু—তম্বী; তনু—শরীর; (যেখানে যেখানে তার তম্বী শরীরের জ্যোতি নিঃসৃত হয়।) তাঁহা তাঁহা—সেখানে সেখানে; বিজুরি—বিদ্যুৎ; অরুণ-চরণ—অরুণরাঙা চরণ; চল চলই—ফেলে ফেলে যায়; তাঁহা তাঁহা... খলই—সেখানে সেখানে স্থলকমলেরা ঝরে

www.pathagar.com

নাসিক হো সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদনে না লয় আন নাম।
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম॥
গৃহিপতি তরজনে গুরুজন গরজনে
অন্তরে উপজয়ে হাস।
তহিঁ এক মনোরথ জনি হয় অনুরত
পূছত গোবিন্দ দাস॥

[প্রেম-তত্ত্ব] ৩০ কবিবল-ভ

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনু— রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥

পড়তে থাকে। কো—কে; ধনী—রমণী, রূপের বৈভবে ধনী; দেখ সখি... মেলি—দেখতো সখি কে এই রমণী যে তার সহচরীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে; আমার জীবন...খেলি —আমার জীবন নিয়ে (এভাবে) খেলছে। ভাঙুর—বঙ্কিম; ভঙু—ভ্রু; যেখানে যেখানে তার চঞ্চল বঙ্কিম ভ্রুভঙ্গি (নিপতিত হচ্ছে); তাঁহা তাঁহা...হিলোল—সেখানে সেখানে কালিন্দীর ঢেউ উচ্ছলিত হয়ে উঠছে; যাঁহা যাঁহা...পড়ই—যেখানে যেখানে তার কোমল দৃষ্টি নিপতিত হচ্ছে; তাঁহা তাঁহা... পরকাশ—সেখানে সেখানে কুন্দ কুমুদ ফুটে উঠছে। গোবিন্দদাস কহ... নাহি জান—গোবিন্দ দাস বলছেন, রাধার (এই) রূপে কৃষ্ণ মুগ্ধ হয়েছেন তাই রাধাকে চিনেও চিনতে পারছেন না।

শব্দার্থ, টীকা-২৯

রূপে ভরল দিঠি—প্রিয়তমের রূপে দু'চোখ (দৃষ্টি) ভরে উঠেছে; সোঙরি পরশ মিঠি—মিষ্টি স্পর্শের কথা স্মরণ করে; পুলক না তেজই অঙ্গ—পুলক অঙ্গ ছেড়ে যেতে চাচ্ছে না। মুরলী—বাঁশি; আন—অন্য; পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ; না শুনে আন পরসঙ্গ—অন্য কিছুই (কোনো বিষয়ই) শুনতে পায় না; অব—এখন; লব লেশ—কণামাত্র; লেশ—কণা; নাসিক—নাক; বদন—মুখ; আন—অন্য; গণগণে—গুণরাশি; উপজয়ে—হাসি পায় (জেগে ওঠে); ধরম রহব কো ঠাম—ধর্ম এখন রইবে কোথায়; তহিঁ এক মনোরথ জনি হয় অনুরত পুছত গোবিন্দদাস... গোবিন্দ দাস জিজ্ঞেস করছেন, তাতে একটিই মনোরথ (এই মিলন কামনা) কি অনুরক্ত হবে?

শব্দার্থ, টীকা-৩০

[(ভালোবেসে) আমার কেমন লাগছে তা কেন (অযথা) জানতে চাচ্ছ (কী করে এর উত্তর আমি দেব?) সেই প্রেম প্রতি মুহূর্তে যে নতুন হয়ে যাচ্ছে—কী করে আমি তার বর্ণনা

www.pathagar.com

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
কহ কবি বল-ভ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক॥

[অভিসার] ৩১ রায় শেখর

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী চমকই।

করি। জন্ম থেকে আমি প্রিয়তমের রূপ দেখে আসছি, তবু দেখে দেখেও চোখ (যে) আজো তৃপ্ত হল না। (আমার প্রিয়তম) কত মধুর কথা বলে গেছে—আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ই তা শুধু শুনল, আমার শ্রুতিপথকে তা স্পর্শ করেনি (শুনেও যেন শুনিনি, আবার শুনতে ইচ্ছা করছে)। কত বসন্তের রাত (একত্রে) প্রমোদে যাপন করলাম, কিন্তু (আজো) বুঝতে পারলাম না কীভাবে সে সব রাত কেটে গেছে, লাখ লাখ যুগ হৃদয়ে হৃদয় একখানে করে বেঁচে রইলাম, হৃদয়, হায়, তবু তো আমার জুড়াল না। কত রসিক জন আছেন এই পৃথিবীতে, রসের গভীরে অনুক্ষণ তাঁরা নিমগ্ন, কিন্তু কাউকে দেখলাম না (আমার এই অতৃপ্তিকে হৃদয় দিয়ে ঠিকভাবে) অনুভব করতে পারলেন। কবিবল-ভ বলছেন, যে মানুষের কাছে গেলে হৃদয় জুড়ায় তেমন মানুষ লাখে একজনও খুঁজে পেলাম না।]

পুছসি—জিজ্ঞাসা করছ; অনুভব—অনুভূতি; সোই—সে; পিরীতি—প্রেম; অনুরাগ—ভালোবাসা; বাখানিতে—ব্যাখ্যা করতে, বর্ণনা করতে; তিলে তিলে—প্রতিমুহূর্তে; অবধি—থেকে; নেহারলুঁ—দেখে এলাম; তিরপিত—তৃপ্ত; সোই—সে; বোল—বলে গেল; শ্রবণহি—কর্ণেন্দ্রিয়তে; শ্রুতিপথে পরশ না গেল—শ্রুতিপথে গিয়েও যে শ্রুতিপথকে স্পর্শ করল না অর্থাৎ শুনেও যেন শুনলাম না—আবার শুনতে ইচ্ছে করছে। মধু যামিনী—বসন্ত রাত্রি, মধুময় রাত্রি; রভসে—ক্রীড়াকৌতুকে, আনন্দে; গোঁয়াইলুঁ—কাটালাম; কৈছন—কীভাবে; কেল—কাটালাম; না বুঝলুঁ... কেল—কীভাবে কেটে গেল বুঝতে পারলাম না; হিয়ে হিয়ে—হৃদয়ে হৃদয়ে; রাখলুঁ—রাখলাম; তব—তবু, বিদগ্ধ-রসজ্ঞ, প্রেম রসের রসিক; কাহু—কেউ; না পেখ—দেখলাম না।

www.pathagar.com

কুলিশ পাতন　　　　　　শব্দ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥
সজনি, আজু দুরদিন ভেল।
হামারি কান্ত　　　　　　নিতান্ত আগুসরি
সঙ্কেত-কুঞ্জহি গেল।
তরল জলধর　　　　　　বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর॥
শ্যাম নাগর　　　　　　একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর॥
সঙরি মঝু তনু　　　　　　অবশ ভেল জনু
অথির থর থর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন—　　　　　　নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥
তুরিতে চল অব　　　　　　কিয়ে বিচারহ
জীবন মঝু আগুসার।
রায় শেখর—　　　　　　বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার।

শব্দার্থ, টীকা-৩১

[আকাশ এখন ঘন মেঘে সজ্জিত। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমক দিচ্ছে। বজ্রের পতনে ঝন ঝন শব্দ উঠছে। বাতাস উদ্দাম হয়ে আস্ফালন করছে। সখি, সত্যি আজ বড় দুর্দিন। আমার প্রিয়তম নিতান্তই অগ্রসর হয়ে সংকেতকুঞ্জে চলে গিয়েছে। সজল মেঘ অঝোরে ঝরে চলেছে, সর্বত্র ঘন গর্জনের শব্দ। এতক্ষণে মোহন শ্যাম হয়তো আমার পথের দিকে চেয়ে আছে। এই বেদনায় শরীর আমার অবশ হয়ে অস্থিরভাবে কাঁপছে, আমার গুরুজনদের দারুণ দৃষ্টিকে ঢেকে ফেলেছে ঘোর অন্ধকার। কিসের এত বিচার, শীঘ্র চল, জীবন আমার দ্রুত এগিয়ে গিয়েছে। রায় শেখরের কথামত এগিয়ে যাও, অযথা বিঘ্ন বাড়িয়ে কী লাভ।]
অব—এখন; মেহ—মেঘ; দামিনা—বিদ্যুৎ; কুলিশ—বজ্র; পাতন—পতন; বলগই—আস্ফালন করছে; সজনী—সখী; কান্ত—প্রিয়; নিতান্ত আগুসরি... গেল—নিতান্তই অগ্রসর হয়ে সংকেতকুঞ্জে গিয়েছে। জলধর—মেঘ; বরিখে—বর্ষণ করছে; নাগর—প্রেমিক; কৈছনে—কীভাবে; হেরই—দেখছে; পন্থ হেরই মোর—আমার পথের দিকে চেয়ে আছে; সঙরি—(সে কথা) স্মরণ করে; মঝু —আমার; তনু—শরীর; ভেল—হল; জনু—যেন; অথির—অস্থির; নয়ন—চোখ, দৃষ্টি; ঝাঁপ—ঢেকে ফেলা; এ মঝু গুরুজন... ঝাঁপ—আমার গুরুজনদের দারুণ দৃষ্টিকে ঘোর অন্ধকার ঢেকে ফেলেছে; ত্বরিতে—দ্রুত; বচন অভিসর—কথামতো অভিসারে এগিয়ে যাও; বিঘিনি—বিঘ্ন; বিথার—বিস্তৃত করা; কিয়ে সে বিঘিনি বিথার—কেন অযথা এই বিঘ্ন বিস্তৃত করছ।

www.pathagar.com

সহজেই বিষম অরুণ দিঠি অঞ্চল
আর তাহে কুটিল কটাখি ।
হেরইতে হামারি ভেদি উর অন্তর
ছেদল ধৈরয শাখী॥
দেখ সখি, বিহরই কো পুন এহ
পীত বসন জনু বিজুরী বিরাজিত
সকল জলদরুচি দেহ॥
মৃদু মৃদু হাসি ভাষি উপজায়ল
দারুণ মনসিজ আগি ।
যাকর ধুমে ধরমপথ কুলবতী
হেরই বহু পুন ভাগি॥
তুঁহি পুন বেনু অধরে ধরি ফুকরই
দহইতে গৌরবলাজ ।
কহ ঘনশ্যাম দাস ধনি ঐছন
আন আন হৃদয়ক মাঝ॥

শব্দার্থ, টীকা-৩২

[এমনিতেই তার রাগারুণ নয়নদুটি দুঃসহ, তার ওপর আবার তার বাঁকা কটাক্ষ । (সে কটাক্ষের দিকে) তাকাতেই তা আমার বক্ষের অন্তস্তল ভেদে করে আমার ধৈর্যের শাখাকে ছেদন করে দিল । সখি, এই যে হেঁটে ফিরছেন, উনি কে? সজল মেঘের মতো এঁর লাবণ্য; তাতে আবার পীত বসন পরেছেন । (মনে হচ্ছে) যেন মেঘের কোলে বিদ্যুৎ বিরাজ করছে । মৃদু মৃদু কথায় হাসিতে অন্তরে দারুণ আগুন জ্বালিয়ে তুলছেন তিনি—যে আগুনের ধোঁয়ায় কুলবতী ধর্মপথ দেখেও তা থেকে বিপথগামী হয়ে যাচ্ছে ।
এর ওপর আবার কুলকামিনীর মূলগর্ব ও লজ্জা পুড়িয়ে ভস্ম করার জন্যে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে চলেছেন । ঘনশ্যাম বলছেন রাধা শুধু তোমার নয়, তাঁর (কৃষ্ণের) হৃদয়েরও একই অবস্থা ।]
সহজই—এমনিতেই; বিষম—দুঃসহ, যন্ত্রণাময়; অরুণ—সূর্য; দিঠি—দৃষ্টি; তাকর—তার; তার তাহে—তার ওপর আবার; কুটিল কটাখ—বক্র কটাক্ষ; হেরইতে—দেখে; হামারি—আমার; উর অন্তর—বক্ষের অন্তস্তল; ছেদল—ছেদন করল; ধৈরয শাখী—ধৈর্যের শাখা; বিহরয়ে—বিহার করছেন, ঘুরে ফিরছেন; এহ—এ; পীত—হলুদ; জনু—যেন; বিজুরী বিরাজিত—বিদ্যুৎ শোভা পাচ্ছে; সজল জলদ রুচি দেহ—সজল মেঘের লাবণ্য তাঁর দেহে; হাসি-ভাষি—সম্ভাষণ ও হাসিতে; উপজায়ল—জ্বালিয়ে তুলছে; দারুণ মনসিজ আগি—দারুণ মানসিক আগুন; যাকর—যার (যে শমগ্নির); ধুমে—ধোঁয়ায়; কুলবতী—কুলের বধূ, কুলনারী; হেরই—দেখেই; পুন ভাগি—পুনরায় বিপথগামী হচ্ছে । তুঁহি পুন—তার ওপরে আবার; বেণু—বাঁশি; ফুকরই—বাজায়; দহইতে—দগ্ধ করতে; ঐছন—ঐরূপ; আন আন—অন্যেরও ।

www.pathagar.com

যব— গোধুলী সময় বেলি
ধনি মন্দির বহির ভেলি।
নব জলধর বিজুরি রেহা
দন্দ পসারিয়া গেলি॥
ধনি—অল্প বয়সী বালা
জনু গাঁথনি পুহপ-মালা
থোরি দরশনে আশ না পুরল
বাঢ়লা মদন জ্বালা॥
গোরি কলেবর নুনা
জনু—আঁচরে উজোর সোনা।
কেশরি জিনি মাঝা রি খিনী
দুলহ লোচন-কোণা॥
ঈষত হাসনি সনে
মুঝে—হানল নয়ন-বাণে।
চীরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
শ্রীকবিরঞ্জন ভাণে॥

শব্দার্থ, টীকা-৩৩

[যখন গোধূলি সময় হল তখন (রূপের বৈভবে) ধনী বের হল ঘর থেকে। মনে হল নবীন মেঘের সঙ্গে বিদ্যুতের রেখা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে চলেছে। (রূপের ধনে) ধনী অল্প বয়সী নবীনা—গাঁথা ফুলের মালার মতো (তার রূপ); তাকে অল্প দেখে সাধ মিটল না বরং বাসনার জ্বালা বেড়ে উঠল। গোরি সুন্দরী; নুনা—ক্ষীণাঙ্গী, তন্বী; আঁচরে উজোর সোনা—আঁচলে উজ্জ্বলিত সোনার মতো সুন্দরী; কেশরি... নয়ন কোণা—সিংহের মতো তার কটিদেশ ক্ষীণ, কটাক্ষ তার দুর্লভ; ঈষত হাসনে...নয়ন বানে—ঈষৎ হেসে সে আমাকে নয়নবাণে বিদ্ধ করেছে। শ্রীকবিরঞ্জন বলছেন, পঞ্চ গৌড়েশ্বর চিরায়ু হোন।] যব—যখন; বেলি—বেলা; মন্দির—গৃহ; ভেলি—হল; নব জলধর—নবীন মেঘ; বিজুরী রেহা—বিদ্যুতের রেখা; দন্দ পসারিয়া—দ্বন্দ্ব সৃষ্টি (প্রসারিত) করে; জনু—যেন; গাঁথনি পুহপ মালা—গাঁথা পুষ্পের মালা; থোরি—ক্ষণিকের; মদন জ্বালা—কামের, বাসনার জ্বালা; গোরি—গৌরবর্ণা; নুনা—ক্ষীণাঙ্গী; তন্বী; আঁচরে—আঁচলে; উজোর—উজ্জ্বল; কেশর জিনি—সিংহের চেয়েও; খিনী—ক্ষীণা; দুলহ—দুর্লভ; লোচন কোণা—কটাক্ষ।

www.pathagar.com

১ লালন শাহ্

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আরশী নগর
সেথা এক পড়শী বসত করে।
(আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।)

গেরাম বেড়ে অগাধ পানি
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে।
মনে বাঞ্ছা করি
দেখবো তারে
আমি কেমনে সে গাঁয় যাই রে॥

কি কব সেই পড়শীর কথা
ও তার হস্তপদ-স্কন্ধ-মাথা নাইরে।
ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে॥

পড়শী যদি আমায় ছুঁতো
আমার যম যাতনা যেতো দূরে।
আবার সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন দূর রে॥

২ [অজ্ঞাত]*

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সে মানুষে
তার উদ্দেশে
দেশে বিদেশে
বেড়াই ঘুরে।

* সম্ভবত গগন হরকরা

www.pathagar.com

লাগি' সেই হৃদয়শশী
সদা প্রাণ হয় উদাসী,
পেলে মন হতো খুশী,
দেখতাম নয়ন ভ'রে।

আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে, নিভাই কেমন ক'রে,
মরি হায়, হায় রে।

ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে,
ও রে দেখ না তোরা হৃদয় চিরে।
দিব তার তুলনা কি,
যার প্রেমে জগৎ সুখী,
হেরিলে জুড়ায় আঁখি,
সামান্যে কি দেখিতে পারে তারে।

তারে যে দেখেছে
সেই মজেছে
ছাই দিয়ে সংসারে।
মরি হায়, হায় রে!

৩ মদন বাউল

নিঠুর গরজী, তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে?
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি সবুর বিহনে?
দেখ না আমার পরমগুরু সাঁই,
সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, তাড়া-হুড়া নাই।

তোর লোভ প্রচণ্ড,
তাই ভরসা দণ্ড
এর কাছে কোন্ উপায়?
কয় যে মদন,
শোন নিবেদন,
দিস্‌নে বেদন,

www.pathagar.com

সেই শ্রীগুরুর মনে॥
সহজ ধারা
আপন হারা
তাঁর বাণী শুনে রে গরজী।

৪ লালন শাহ

আমার ঘরের চাবি পরের হাতে।
কেমনে খুলিয়া সে ধন দেখব চক্ষেতে॥
আপন ঘরে বোঝাই সোনা,
পরে করে লেনা-দেনা,
আমি হলেম জন্ম কানা—
না পাই দেখিতে॥
রাজী হ'লে দরওয়ানি
দ্বার ছাড়িয়ে দেবেন তিনি,
তারে বা কই চিনি শুনি
বেড়াই কুপথে॥
এই মানুষে আছে, রে মন,
যারে বলে মানুষ রতন,
লালন বলে, পেয়ে সে ধন
পারলাম না রে চিনিতে॥

৫ মদন বাউল

তোমার পথ ঢেক্যাছে মন্দিরে মসজিদে।
ও তোর ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই—
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে॥
ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়াই,
ওরে তাতেই যদি জগৎ পুড়াই,
তবে অভেদ-সাধন মরলো ভেদে॥

ওরে প্রেমদুয়ারে নানা তালা—
পরাণ, কোরাণ, তসবী মালা,—

www.pathagar.com

হায় গুরু, এই বিষম জ্বালা,
কাঁইদ্যা মদন মরে খেদে॥

৬ অজ্ঞাত

হৃদয় কমল চলতেছে ফুটে,
কত যুগ ধরি',
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা,
উপায় কি করি।
ফুটে ফুটে ফুটে কমল,
ফুটার হয় না শেষ;
এই কমলের সে এক মধু,
রস যে তায় বিশেষ।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর
পারো না যে তাই,
তাই তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা,
মুক্তি কোথায় পাই॥

৭ লালন শাহ্

এমন মানব-জনম আর কি হবে।
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে॥
অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই,
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই,
দেব-দেবতাগণ
করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে॥
কতো ভাগ্যের ফলে না জানি
মন রে পেয়েছে এই মানব-তরণী।
বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায়
যেন ভরা না ডোবে॥
এই মানুষ হবে মাধুর্য-ভজন

www.pathagar.com

তাইতো মানুষরূপ গঠলে নিরঞ্জন।
এবার ঠকলে আর
না দেখি কিনার
অধীন লালন তাই ভাবে॥

৮ লালন শাহ্

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়॥

আঠ-কুঠরী নয়-দরজা আঁটা,
মধ্যে মধ্যে ঝলকা-কাটা,
তার উপর আছে সদর-কোঠা—
আয়না-মহল তায়॥

মন, তুই রৈলি খাঁচার আশে,
খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে,
কোন্ দিন খাঁচা পড়বে খসে,
লালন কয় খাঁচা খুলে
সে পাখী কোন্খানে পালায়॥

৯ অজ্ঞাত

আরে, মন-মাঝি তোর বৈঠা নে রে,
আমি আর বাইতে পারলাম না।
আমি জনম ভইর‍্যা বাইলাম বৈঠা রে
তরী ভাইটায় সই আর উজায় না॥
ওরে, জাঙ্গী রসি যতই কষি,
ও রে হাইলেতে জল মানে না।
আমার নায়ের তলী খসা, গুরা ভাঙ্গা রে
নাও গাবগায়ানি মানে না॥

www.pathagar.com

১০ হাছন রজা

লোকে বলে বলেরে ঘর বাড়ী ভালা নাই আমার।
কি ঘর বানাইব আমি শূন্যের মাঝার॥
ভাল করি ঘর বানাইয়া কয়দিন থাকব আর।
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি পাকনা চুল আমার॥
এই ভাবিয়া হাছন রজায় ঘর দুয়ার না বান্ধে।
কোথায় নিয়া রাখবা আল-ায় এর লাগিয়া কান্দে॥
হাছন রজায় বুঝতো যদি বাঁচব কত দিন।
দালান কোঠা বানাইত করিয়া রঙ্গীন॥

(হাছন উদাস)

www.pathagar.com

১ রামপ্রসাদ সেন

মা আমার ঘুরাবি কত
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত॥
মা-শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত,—
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত?
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি,
দেখি শ্রীপদ মনের মত॥
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনতো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা অন্তে থাকি পদানত॥

২ রামপ্রসাদ সেন

এমন দিন কি হবে তারা,
যবে তারা তারা তারা ব'লে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা॥
হৃদি-পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা বলে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব ঘটে।
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির-হরা॥

* শাক্ত কবিতা : কালীর মাতৃরূপের আরাধনা।

শব্দার্থ, টীকা-২
তারা—কালী

www.pathagar.com

৩ রামপ্রসাদ সেন

মন রে কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা॥
কালীর নামে দেও রে বেড়া, ফসলে তছরুপ হইবে না।
সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য অব্দ শতান্তে বা বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন ভেবে (মন রে আমার) যতন করে
চুটিয়ে ফসল কেটে নে না॥
গুরু রোপন করেছেন বীজ, ভক্তিবারি তায় সেঁচ না।
ওরে একা যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে ডেকে নে না।

www.pathagar.com

কাহিনী কাব্য থেকে

www.pathagar.com

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

[মহুয়ার রূপ] ১ মহুয়া : দ্বিজ কানাই

সাপের মাথায় যেমন থাইক্যা জলে মণি ।
যে দেখে পাগল হয় বাইদ্যার নন্দিনী॥
বাইদ্যা বাইদ্যা করে লোকে বাইদ্যা কেমন জনা ।
আন্দাইর ঘরে থুইলে কন্যা জ্বলে কাঞ্চা সোনা॥
হাট্টিয়া না যাইতে কইন্যার পায়ে পরে চুল ।
মুখেতে ফুট্টা উঠে কনক চাম্পার ফুল॥
আগল ডাগল আখিরে আস্‌মানের তারা ।
তিলেক মাত্র দেখলে কইন্যা না যায় পাশুরা॥
বাইদ্যার কইন্যার রূপে ভাইরে মুনীর টলে মন ।
এই কইন্যা লইয়া বাইদ্যা ভর্‌মে তির্‌ভুবন॥
পাইয়া সুন্দরী কইন্যা হুমরা বাইদ্যার নারী ।
ভাব্যা চিন্ত্যা নাম রাখল 'মহুয়া সুন্দরী'॥

২ মহুয়া : দ্বিজ কানাই*

মহুয়া ও নদের চাঁদের প্রেমালাপ

এক দিন নদ্যার ঠাকুর পন্থে করে মেলা ।
ঘরের কুনায় বাতি জ্বালে তিন সন্ধ্যার বেলা॥
তাম্‌সা কইরিয়া বাদ্যার ছেড়ী ফিরে নিজের বাড়ী ।
নদ্যার ঠাকুর পথে পাইয়া কহে তড়াতড়ি॥
শুন শুন কইন্যা ওরে আমার কথা রাখ ।
মনের কথা কইবাম আমি একটু কাছে থাক॥
সইন্ধ্যা বেলায় চান্নি উঠে সূরুয বইসে পাটে ।
হেন কালেতে একলা তুমি যাইও জলের ঘাটে॥
সইন্ধ্যা বেলা জলের ঘাটে একলা যাইও তুমি ।
ভরা কলসী কাঙ্কে তোমার তুল্যা দিয়াম আমি॥

শব্দার্থ, টীকা-১

[এখানে ময়মনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' পালায় কঠোর ও দুর্দান্ত বেদের দলের মাঝখানে সুন্দরী মহুয়ার রূপের মাধুর্য বর্ণিত হয়েছে ।]

www.pathagar.com

কলসী করিয়া কাঙ্কে মহুয়া যায় জলে।
নদ্যার চান ঘাটে গেল সেইনা সইন্ধ্যা কালে॥
"জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ মন।
কাইল যে কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ॥"
"শুন শুন ভিন দেশী কুমার বলি তোমার ঠাই।
কাইল বা কি কইছলা কথা আমার মনে নাই॥"
"নবীন যইবন কইন্যা ভুলা তোমার মন।
এক রাতিরে এই কথাটা হইলে বিস্মরণ॥"
"তুমি ত ভিন দেশী পুরুষ আমি ভিন্ন নারী।
তোমার সঙ্গে কইতে কথা আমি লজ্জায় মরি॥"
"জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ ঢেউ।
হাসি মুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ॥
কেবা তোমার মাতা কইন্যা কেবা তোমার পিতা।
এই দেশে আসিবার আগে পূর্ব্বে ছিলে কোথা॥"
"নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভ সুদর ভাই।
সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই॥
কপালে আছিল লিখন বাইদ্যার সঙ্গে ফিরি।
নিজের আগুনে আমি নিজে পুইর‍্যা মরি॥
এই দেশে দরদী নাইরে কারে কইবাম কথা।
কোন জন বুঝিবে আমার পুরা মনের বেথা॥
মনের সুখে তুমি ঠাকুর সুন্দর নারী লইয়া।
আপন হালে করছ ঘর সুখেতে বান্ধিয়া॥"
ঠাকুর বলে "কইন্যা তোমার শানে বান্ধা হিয়া।
মিছা কথা কইছ তুমি না কইরাছি বিয়া॥"
"কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার প্রাণ।
এমন যইবন তোমার যায় অকারণ॥
কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া।
এমন যইবন কালে নাহি দিছে বিয়া॥"
"কঠিন আমার মাতাপিতা কঠিন আমার হিয়া।
তোমার মত নারী পাইলে করি আমি বিয়া॥"
"লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর॥"
"কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি॥"

শব্দার্থ, টীকা-২

* [মহুয়া পালাগানে নায়িকা মহুয়া ও নায়ক নদের চাঁদের প্রেমদৃশ্য।]

www.pathagar.com

অবধান সভাজন শুন দিয়া মন ।
বিরহিণী লীলার শুন যত বিবরণ॥
অন্ন নাহি খায় লীলা নাহি ছুঁয়ে পানি ।
ভূতলে পাতিল শয্যা লীলা বিরহিণী॥

চলিছে বিচিত্র-মাধব কঙ্কের কারণে ।
ঘরে বৈসা লীলাবতী দুঃখে ভাবে মনে॥
"অভিমানে কঙ্ক যদি ফিরে নাহি আসে ।
কেমনে হইবে দেখা থাকিলে বৈদেশে॥
কি জানি কঙ্কেরে তারা খুঁজিয়া না পায় ।*
জিয়ন্তে না হবে দেখা কি হবে উপায়॥
আহা কঙ্ক কোথা গেলে ছাড়িয়া লীলায় ।
তোমার মালঞ্চে ফুল বাসী হৈয়া যায়॥
পূবেতে উদয়রে ভানু পশ্চিমে অস্ত যাও ।
ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া কঙ্কের দেখানিগো পাও॥
এমন আন্ধাইর নাইরে তোমার আলো নাহি পশে ।
যাওয়া-আসা ঠাকুর তোমার আছে সর্ব্বদেশে॥
কহিও কহিও ঠাকুর আরে তুমি দিনমণি ।
যাহার লাগিয়া আমি হইনু পাগলিনী॥
লাগাল পাইলে তারে আমার কথা কইও ।
আলোকে চিনাইয়া পথ দেশেতে আনিও॥"
"শুনরে বিদেশী ভাই মাঝি-মাল-াগণ ।
কত না দেশেতে তোমরা কর বিচরণ॥
পাহাড়ে পর্ব্বতে যাও তরণী বাহিয়া ।
লাগাল পাইলে বন্ধে আনিও কহিয়া॥
যাহার লাগিয়ারে আমি হইলাম উন্মাদিনী ।
নদীর কিনারে কান্দি বসি একাকিনী॥
দিবস না যায়রে মোর না পোহায় রাতি ।
মন-দুঃখে কইও বন্ধে জানাইও মিনতি॥
"আর কইও কইওরে দুঃখু বন্ধেরে জানাই ।
মরিতে তাহার লীলা বেশী বাকি নাই॥

www.pathagar.com

শুন শুন নদী আরে শুন আমার কথা ।
তুমিত অভাগী লীলার জান মনের ব্যথা॥
তুমিত দরিয়ারে নদী আরে নদী কূলে তোমার বাসা ।
তুমি জান কঙ্ক-লীলার মনের যত আশা॥
তুমি জান কঙ্ক-লীলার ভালবাসাবাসি ।
জাগিয়া তোমার তীরে কাটাইয়াছি নিশি॥
কত দেশে যাওরে নদী বহিয়া উজান ।
কোথাওনি শুনিতে পাও নদী সেই বাঁশীর গান॥
পাহাড়ে পর্ব্বতে রে নদী তোমার যাওয়া-আসা ।
অভাগীরে ছাইড়া বন্ধে কোথায় লইল বাসা॥
লাগাল পাইলে রে তারে কইও লীলার কথা ।
মিনতি জানাইয়া কইও দুঃখের বারতা॥
নিশ্বাসে শুকায় রে নদী কান্দি গলে শিলা ।
প্রাণেমাত্র এই ভাবে বাঁচি আছে লীলা॥
সেওত বেশী নহেরে নদী দিন যায় চলি ।
মরিবে অভাগী লীলা আজি কিম্বা কালি॥
মরবার কালে দেখ্যা যাইতাম যুগলচরণ ।
লাগাল পাইলে কইও লীলার দুক্ষের বিবরণ ।
রজনীকালের সাক্ষী শুন চন্দ্রতারা ।
কোথায় হারাইল আমার নয়নের তারা॥
জাগিয়া পোহাইছি নিশি তোমরা ত জান ।
কোন দেশে গেল বন্ধু বলহ সন্ধান॥

শুন শুন শুনরে কথা যত তারাগণ ।
তিলেকে বেড়াইতে পার এ তিন ভুবন॥
খুঁজিয়া দেখিও পিয়া আছে কোন স্থানে ।
মরিবে অভাগী লীলা বলো তার কানে॥
নিশীথে নিদ্রার ঘোরে ছিলাম অচেতন ।
অঞ্চল খুলিয়া চোরে নিয়াছে রতন॥
সে রত্ন খুঁজিয়া আমি ঘুরিয়া বেড়াই ।
এমনি দুঃখের নিশি কান্দিয়া পোহাই॥
কান্দিতে কান্দিতে মোর অন্ধ হইল আঁখি ।
কোন দেশে উইড়া গেল আমার পিঞ্জরের পাখী॥
এমন নিষ্ঠুর বিধি নাহি দিল পাখা ।

www.pathagar.com

উড়িয়া বন্ধের সঙ্গে করিতাম দেখা॥

"দিবস রাতির সাক্ষী তোমরা তরুলতা।
তুমি নি জান গো আমার কঙ্ক গেল কোথা॥
বল বল তরুলতা রাখ আমার প্রাণ।
দয়া করি বল তার পথের সন্ধান॥
আর যদি জানাবে বল যাইবার কালে।
অভাগী লীলার কথা গিয়াছে কি বলে॥"

বৃক্ষের ডালেতে যদি পংখী আইসা বসে।
কান্দিতে কান্দিতে লীলা তাহারে জিজ্ঞাসে॥
"উচ্চ ডালে বইসারেয়া পাখী নজর বহুদূরে।
এই পথে নি যাইতে দেখছ আমার কঙ্কধরে
কত দেশে যাওরে তোমরা পাখী আরে উড়িয়া বেড়াও।
পূর্ণিমার চান্দে আমার দেখিতে নি পাও॥
দেখিতে নি পাওরে আমার হীরামণ তোতা।
দেখিলে জানাইও আমার দুঃখের বারতা॥
কইও কইও কইওরে তারে আমার মাথা খাও।
অভাগী লীলার দুঃখ যদি লাগাল পাও॥"

পিঞ্জিরাতে শারী-শুক গান করে বৈসে।
নিকটেতে গিয়া লীলা কান্দিয়া জিজ্ঞাসে॥
"তোমরাত পিঞ্জিরার পাখী নাহি থাক বনে।
তোমরা তাহার কথা ভুলিলা কেমনে॥
ক্ষীর-সর দিয়া পাখী পালিল যেজন।
কেমনে তাহার কথা হইলে বিস্মরণ॥
এত যে বাসিয়া ভাল পালিল সকলে।
কি বলিয়া গেল বঁধু যাইবার কালে॥
কোন দেশে যাবেরে বলি কহিল ঠিকানা।
অবশ্য তোমাদের পাখী কিছু আছে জানা॥
ধরিয়া শারীর-গলা লীলা কহিছে কান্দিয়া।
আগে আগে চল আমার পথ দেখাইয়া॥
উড়িয়া যাইতে যে পাখী আছে তোমার পাখা।
একদিন অবশ্য পথে হবে তার দেখা॥"

www.pathagar.com

কাঞ্চনের খেদ

আমি যে মইরাছি চন্দ্র না বলিও কারে ।
টুনিপঙ্খী নাহি জানো না কইও বন্ধুরে॥
কানে কানে কইরে বাতাস কানাকানি কথা ।
তোমার কাছে রইল আমার যত মনের ব্যথা॥
আসমানের চান্দ তারা বলি যে তোমরারে ।
আমি যে মইরাছি কথা না কইও বন্ধুরে॥

শব্দার্থ, টীকা-৩
[ময়মনসিংহ গীতিকার *কঙ্ক ও লীলা* পালাগানে নায়িকা লীলার পিতা গর্গের ক্রোধের কারণে নায়ক কঙ্ক গৃহ ত্যাগ করে চলে যাবার পর শোকাতুরা লীলার দুঃখ]

শব্দার্থ, টীকা-৪
[ময়মনসিংহ গীতিকার *ধোপার পাট* পালায় প্রেমিক-প্রতারিতা নায়িকা কাঞ্চনের নদীতে আত্মহত্যা করার আগের বেদনাবিধুর উক্তি]

www.pathagar.com

[বংশী] ১ বড়ু চণ্ডীদাস*

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে ।
কে না বাঁশী বাএ বাড়িয়া এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন ।
বাঁশীর শবদেঁ মো আইলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন্ জনা ।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে ।
তার পাএ বড়ায়ি মো কৈলোঁ কেন্ দোসে॥
অঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী ।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণি॥
আকুল করিতে কিবা আক্ষার মন ।
বাজাএ সুসর বাঁশী নন্দের নন্দন॥
পাখী নহোঁ তাঁর ঠাঁই উড়ী পড়ি জাঁও ।
মেদনী বিদার দেউ—পসিআঁ লুকাওঁ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী ।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে॥
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥

শব্দার্থ, টীকা-১

বড়ু চণ্ডীদাস মধ্যযুগের একেবারে প্রথমদিকের কবি। উপরের কবিতার অংশটি বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য থেকে নেয়া হয়েছে।

[কালিন্দী নদীর কূলে কে যেন বাঁশি বাজাচ্ছে বড়ায়ি, কে যেন বাঁশি বাজাচ্ছে এই গোকুলের গোষ্ঠে। (বাঁশির সুরে) আমার শরীর আকুল হয়ে উঠছে আর মন ব্যাকুলিত। বাঁশির ধ্বনি আমার সব রান্নাবাড়াকে এলোমেলো করে দিয়েছে, কিছুতেই কাজে মন আসছে না। যে বাঁশি বাজাচ্ছে সে যেন কোন মানুষ বড়ায়ি, দাসী হয়ে তাঁর পায়ে নিজেকে উৎসর্গ করতে বাসনা জাগছে। মনের আনন্দে সে বাঁশী বাজিয়ে চলেছে, বড়ায়ি, আমি তার পায়ে কী এমন অপরাধ করেছি (যে বাঁশি বাজিয়ে সে আমাকে এমন কষ্ট দিচ্ছে)। দুচোখ ছেপে আমার জল ঝরছে, বাঁশির শব্দে আমি আমার হৃদয় হারিয়ে ফেলছি। আমার মনকে এভাবে আকুল করে দিতেই কি নন্দের নন্দন এমন মধুর বাঁশি বাজাচ্ছে। পাখি নই যে তার কাছে উড়ে চলে যাব। হে মাটি তুমি দ্বিধা হও, তোমার

www.pathagar.com

পাতশাহের দেবতা নিন্দা

পাতশা কহেন শুন মানসিংহ রায় ।
গজব করিলা তুমি আজব কথায়॥
লস্করে দু তিন লাখ আদমী তোমার ।
হাতী ঘোড়া উট গাধা খচর যে আর॥
এ সকলে ঝড় বৃষ্টি হৈতে বাঁচাইয়া ।
বামণ খোরাক দিল অন্নদা পূজিয়া॥
সয়তান দিল দাগা ভূতেরে পূজায় ।
আল চাউল বেঁড়ে কলা ভুলাইয়া খায়॥
আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম ।
কহি যদি হিন্দুপতি পাইবে সরম॥
সয়তানে বাজী দিল না পেয়ে কোরাণ ।
ঝুট মুট পড়ি মরে আগম পুরাণ॥
গোসাঁই মর্দ্দের মুখে হাত বুলাইয়া ।
আপনার নূর দিলা দাড়ি গোঁফ দিয়া॥
হেন দাড়ি বামণ মুড়ায় কি বিচারে ।
কি বুঝিয়া দাড়ি গোঁফ সাঁই দিল তারে॥
আর দেখ পাঁঠা পাঁঠী না করি জবাই ।
উভ চোটে কেটে বলে খাইল গোঁসাই॥

ভেতর প্রবেশ করে নিজেকে না বাঁচালে যে আমি আর পারছি না ।
জগতের সবাই বনকে পুড়তে দেখে বড়ায়ি কিন্তু কুমোরের পোঁয়ানের ভেতরের আগুনের মতো মন কীভাবে নিঃশব্দে পেড়ে তা কেউ দেখে না । কাহ্নের কামনায় আমার হৃদয় শুকিয়ে আসছে । বাসলীকে শিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এই গীত গাইছেন ।
বাএ—বাজায়; বড়ায়ি—বড় মা, পিতামহী বা মাতামহী, এখানে বৃদ্ধা গোপী, রাধাকৃষ্ণ লীলার দূতী; কালিনী—কালিন্দী, যমুনা । নই—নদী; গোঠ—গোষ্ঠ; বেআকুল—ব্যাকুল; শবদেঁ—শব্দে; অউলাইলোঁ—এলোমেলো করে ফেললাম; রান্ধন—রান্নার কাজ; হআঁ—হয়ে; নিশিবোঁ—নিজেকে উৎসর্গ করব; পাএ—পায়ে; হারায়িলো—হারালাম; পরানি—প্রাণ; আহ্মার—আমার; নহোঁ—নই; জাঁও—যাই; মেদনী—মাটি; বিদার দিউ—বিদীর্ণ হোক; পসিয়া — প্রবেশ করে; আগ—আগুন; জগজন—জগতের মানুষ; জানী—জানে; কুম্ভারের পণী—কুমোরের পোঁয়ান; আন্তর—অন্তর; সুখায়ে—শুকিয়ে আসে ।

www.pathagar.com

হালাল না করি করে নাহক হালাক।
যত কাম করে হিন্দু সকলি নাপাক॥

ভাতের কি কব পানীয় আয়েব।
কাজী নাহি মানে পেগম্বরের নায়েব॥
আর দেখ নারীর খসম মরি যায়।
নিকা নাহি দিয়া রাঁড় করি রাখে তায়॥
ফল হেতু ফুল তার মাসে মাসে ফুটে।
বীজ বিনা নষ্ট হয় সে পাপ কি ছুটে॥
মাটি কাঠ পাথরের গড়িয়া মুরুত।
জীউ দান দিয়া পূজে নানামত ভূত॥
আদমীতে বানাইয়া জীউ দেয় যারে।
ভাব দেখি সে তারে তরাবারে পারে॥

বিশেষে বামণ জাতি বড় দাগাদার।
আপনারা এক জপে আরে বলে আর॥
পরদারে পাপ বলি বাঁদী রাখে নাই।
দুঃখভোগ হেতু হিন্দু করেছে গোঁসাই॥
বন্দগী করিবে বন্দা জমীনে ঠুকিয়া।
করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া॥
মিছু ফাঁদে পড়ি হিন্দু তাহা না বুঝিয়া।
যারে তারে সেবা দেই ভূমে মাথা দিয়া॥
যতেক বামণ মিছা পুথি বানাইয়া।
কাফের করিল লোকে কোফর পড়িয়া॥
দেবী বলি দেই গাছে ঘড়ায় সিন্দুর।
হায় হায় আখেরে কি হইবে হিন্দুর॥
বাঙ্গালিরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে।
পান পানী খানা পিনা আয়েব না করে॥
দাড়ি রাখে বাঁদী রাখে আর জবে খায়।
কান ফোঁড়ে টিকি রাখে এইমাত্র দায়॥
আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই।
সুন্নত দেওয়াই আর কলমা পড়াই॥
জন কত তোমরা গোঁয়ার আছ জানি।
মিছা লয়ে ফির বেইমানী হিন্দুয়ানী॥
দেহ জ্বলি যায় মোর বামণ দেখিয়া।

www.pathagar.com

বামণের রাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া॥
প্রতাপআদিত্য হিন্দু ছিল বাঙ্গালায়।
গালিমী করিল তাহে পাঠানু তোমায়॥

কাফের বাঙ্গালী হিন্দু বেদীন বামণ।
তাহারে রাজাই দিতে নাহি লয় মন॥
বুঝিলাম অন্নপূর্ণা ভূত দেখাইয়া।
ভুলাইল বামণ তোমারে বাজী দিয়া॥
এমন হিন্দুর ভূত দেখেছি বহুত।
মোরে কি ভুলাবে হিন্দু দেখাইয়া ভূত॥
আর কিছু ইনাম মাগিয়া লহ রায়।
বামণেরে বল ভূত দেখাকু আমায়॥
আগু হয়ে মজুন্দার কহিতে লাগিলা।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা॥

৩ অন্নদামঙ্গল : ভারতচন্দ্র

পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর

মজুন্দার কহে জাঁহাপনা সেলামত।
দেবতার নিন্দা কেন করে হজরত॥
হিন্দু মুসলমান আদি জীবজন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক নহে দুই মত॥
পুরাণের মত ছাড়া কোরাণে কি আছে।
ভাবি দেখ আগে হিন্দু মুসলমান পাছে॥
ঈশ্বরের নূর বলি দাড়ির যতন।
টিকি কাটি নেড়া মাথা এ যুক্তি কেমন॥
কর্ণবেধে যদি হয় হিন্দু গুনাগার।
সুন্নতের গুনা তবে কত গুণ তার॥
মাটি কাঠ পাথর প্রভৃতি চরাচর।
পুরাণে কোরাণে দেখ সকলি ঈশ্বর॥
তাঁহার মুরতি গড়ি পূজা করে যেই।
নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই॥
সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার।

www.pathagar.com

সোনা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার॥
দেবদেবী পূজা বিনা কি হবে রোজায় ।
স্ত্রী পুরুষ বিনা কোথা সন্তান খোজায়॥
দেবী পূজা করে হিন্দু বলিদান দিয়া ।
যবনেরা জবে করে পেটের লাগিয়া॥
দেবী ভাবি হিন্দুরা সিন্দুর দেই গাছে ।
শূন্য ঘরে নামাজ কি কাজ তাহে আছে॥
খশম ছাড়িয়া যেবা নিকা করে রাঁড় ।
একে ছাড়ি গাই যেন ধরে আর ষাঁড়॥
ঈশ্বরের বাক্য বেদ আগম পুরাণ ।
সয়তান বাজী সেই এ যদি প্রমাণ॥
সেই ঈশ্বরের বাক্য কোরাণ যে কয় ।
সেহ সয়তান বাজী কহিতে কি ভয়॥
হিন্দুরে সুন্নত দিয়া কর মুসলমান ।
কানে ছেঁদা মুদে যদি তবে সে প্রমাণ॥
কারসাজী বলি কর্ণবেধে বল বাজী ।
ভেবে দেখ সুন্নত বিষম কারসাজী॥
বেদমন্ত্র না মানিয়া কলমা পড়ায় ।
তবে জানি সেই ক্ষণে সে মন্ত্র ভুলায়॥
প্রণাম করিতে মাথা দিল যে গোসাঁই ।
সংসারে যে কিছু মূর্তি তাঁহা ছাড়া নাই॥
ভেদজ্ঞানী নহে হিন্দু অভেদ ভাবিয়া ।
যারে তারে সেবা দেয় ভূমে মাথা দিয়া॥
সূর্য্যরূপে ঈশ্বরের পূর্ব্বতে উদয় ।
পূর্ব্বমুখে পূজে হিন্দু জ্ঞানোদয় হয়॥
পশ্চিমে সূর্য্যের অস্ত সে মুখে নামাজ ।
যত করে মুসলমান সকলি অকাজ॥
ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সে ব্রহ্মার নায়েব ।
না মানে না করে খানাপিনার আয়েব॥
বাম হস্ত নাপাক তসবী জপে তায় ।
হিন্দুরে নাপাক বলে এ ত বড় দায়॥
উত্তম হিন্দুর মত তাহে বুঝে ফের ।
হায় হায় যবনের কি হবে আখের॥
যবনেরে কত ভাল ফিরিঙ্গির মত ।

www.pathagar.com

কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় সুন্নত॥
শৌচ আচমন নাহি যাহা পায় খায়।
কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায়॥
মজুন্দার কৈলা যদি এই সব উত্তর।
ক্রুদ্ধ হৈলা জাহাঁগীর দিল-ীর ঈশ্বর॥
নাজিরে কহিলা বন্দী কর রে বামণে।
দেখিব হিন্দুর ভূত বাঁচায় কেমনে॥
ক্রুদ্ধ হয়ে মানসিংহ চলিল বাসায়।
বিরচিল পাঁচালি ভারতচন্দ্র রায়॥

* [*অন্নদামঙ্গল* কাব্যের শেষ পর্যায়ে বাদশাহ জাহাঙ্গীর কর্তৃক হিন্দুধর্মের নিন্দা এবং ভবানন্দ মজুমদার কর্তৃক তার উত্তরের চমকপ্রদ এবং বর্ণাঢ্য অংশটুকু সংকলিত হল।]

www.pathagar.com

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়

বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com